জীবন-ছড়া

আবদুল কাদির জীবন

জীবন-ছড়া • আবদুল কাদির জীবন

জীবন-ছড়া

আবদুল কাদির জীবন

প্রীতিভাজন ছড়াকার আবদুল কাদির জীবন এর ছড়াগ্রন্থ ***জীবন-ছড়া*** আমি পড়েছি। তাঁর ছড়াগ্রন্থ পড়ে বুঝতে পেরেছি, তিনি একজন বিশ্বাসী মানুষ। মানুষ, প্রকৃতি ও প্রণীতি তাঁর ছড়ার উপজীব্য বিষয়।

জীবন ছড়াচর্চায় গতিময়। ছড়ার আদিরস ও আধুনিক কলা ছড়ার জন্য খুবই অপরিহার্য। প্রাসঙ্গিক অনুপ্রাসন ব্যতিত ছড়ার বিস্তৃতি প্রায় অসম্ভব। ছড়ার চেহারায় সময় ও সমাজকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ রয়েছে। জীবন সে সুযোগ তৈরিতে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বিশ্বাস করতে চাই, প্রতিনিয়ত নবায়নের মাধ্যমে **আবদুল কাদির জীবন** ছড়াসাহিত্যে তাঁর উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়িয়ে এ সমাজকে আলোকিত করবেন।
আমি ছড়াকার আবদুল কাদির জীবনের সর্বাঙ্গীন কল্যান কামনা করছি।

জুলফিকার শাহাদাৎ
শিশুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক
মিরপুর, ঢাকা।

জীবন-ছড়া

জীবন-ছড়া

আবদুল কাদির জীবন

পাপড়ি

জীবন-ছড়া ॥ আবদুল কাদির জীবন
প্রকাশকাল: কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ
অষ্টাদশ কেমুসাস বইমেলা-২০২৪
অমর একুশে বইমেলা-২০২৫

প্রকাশক : কামরুল আলম
পাপড়ি, প্রবাহ ২২, মেইন রোড,
মাছুদিঘীরপাড়, তালতলা, সিলেট
০১৭১১, ৪৮০ ৩৭৯,
ইমেইল: paprhibd@gmail.com
www.paprhi.com

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
প্রচ্ছদ: নাঈমুল ইসলাম গুলজার
পরিবেশক: রকমারি ডটকম। পাপড়ি ডটকম।
অটোগ্রাফ পাবলিকেশন
মুদ্রক: পাপড়ি ছাপালয়, তালতলা, সিলেট
মূল্য: ২০০ টাকা মাত্র

Jibon-Chhara by Abdul Kadir Jibon
A Publication of PAPRHI; First Published: December 2024
Price: BDT 200.00 ISBN: 978-984-99164-5-1

সাহিত্য জীবনের জন্য। এই শানিত বিশ্বাস নিয়ে উদীয়মান কবি ও ছড়াকার **আবদুল কাদির জীবন** নিরলসভাবে সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছেন। এই ধারার একটি গ্রন্থ প্রকাশনা উদীয়মান প্রতিভার একটি অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা। তাঁর একাডেমিক সাধনার পাশাপাশি, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ম্যাগাজিন **দ্য আর্থ অফ অটোগ্রাফ**-এর সম্পাদক হিসেবে অসাধারণ দক্ষতা এবং প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর ছড়াগ্রন্থ **জীবন-ছড়া** আমাকে আনন্দ দিয়েছে। পাঠকবৃন্দেরও তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ ছড়া ভালো লাগবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মানুষ কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে তার উত্তরাধিকার সৃষ্টি করে এবং সাহিত্য, মানব-চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে অমর করার কার্যকর মাধ্যমগুলোর একটি। একজন সত্যিকারের লেখক সমাজের আত্মাকে ধারণ করেন এবং তাঁর কাজের মাধ্যমে একটি জাতির চেতনা প্রতিফলিত করেন। সাহিত্য পাঠকদের হৃদয়ে একটি লালিত স্থান অর্জন করে এবং সময় ও সংস্কৃতির ব্যবধান পূরণ করে।

আবদুল কাদির জীবন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের একজন মেধাবী নিষ্ঠাবান ছাত্র। তাঁর প্রতিভা, উৎসর্গ এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে প্রতিশ্রুতির আলোকবর্তিকা হিসেবে সমসাময়িকদের থেকে আলাদা করে। তিনি তাঁর যাত্রায় আরও উচ্চতায় পৌঁছান। তাঁর জীবন চারপাশের বিশ্বে সৌন্দর্য, জ্ঞান এবং অনুপ্রেরণা নিয়ে একটি দীপ্তিমান ফুলের মতো প্রস্ফুটিত হোক।

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জহিরুল হক
ভাইস চ্যান্সেলর
মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, সিলেট
ও
প্রফেসর (লিয়েন ছুটিতে)
পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ

- জীবন-স্রোত (প্রবন্ধগ্রন্থ-২০২৫)
- জীবন-ছড়া (ছড়াগ্রন্থ-২০২৪)
- কবি কামাল আহমদ জীবন ও সাহিত্যকর্ম (সম্পাদনাগ্রন্থ-২০২৩)
- দানবীর রাগীব আলী ও লিডিং ইউনার্ভির্সিটি: প্রিয় প্রাঙ্গন (প্রবন্ধগ্রন্থ-২০২২)
- দুঃখ নাচে সুখের কাছে (ছড়াগ্রন্থ-২০১৯)
- কবিতা কানন (যৌথ কাব্যগ্রন্থ-২০১৬)

উৎসর্গ

ঔপন্যাসিক আলেয়া রহমান
কবি আজমল আহমদ

যাঁদের ভালোবাসা আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

সূ চি প ত্র

প্রভু ॥ ০৯
নবীর শানে ॥ ১০
শবে বরাত ॥ ১২
ঈদ ॥ ১৩
গাঁয়ের ছবি ॥ ১৪
গড়ব নতুন দেশ ॥ ১৫
বই ॥ ১৬
শান্তি ॥ ১৭
সাগর ॥ ১৮
ময়না পাখি ॥ ১৯
নিটোল নিটোল চোখ ॥ ২০
করোনা ভাইরাস ॥ ২১
করোনা ঈদ-২০২০ ॥ ২২
শিরোনামহীন ॥ ২৩
কীন ব্রীজ ॥ ২৫
ঘুষ ॥ ২৬
সুদ ॥ ২৭
নারী নির্যাতন ॥ ২৮
বিজয় ॥ ২৯
আলোর প্রদীপ ॥ ৩১
কলম ॥ ৩২
ছড়া ॥ ৩৩
ভাবনা ॥ ৩৪
ভালো লাগে ॥ ৩৫
বটবৃক্ষ পিতা ॥ ৩৬
সুরমা নদী ॥ ৩৭
বড় আপু ॥ ৩৮
ছোট্ট ছেলে ॥ ৩৯
খোকার ঈদের জামা ॥ ৪০
প্রিয়া শুনো বলছি তোমায় ॥ ৪১
কালো টাকার পিছু ॥ ৪৩
সঠিক পথে ॥ ৪৪
কবিতা ॥ ৪৫
মানুষ-অমানুষ ॥ ৪৬
আমিই মহাপাপী ॥ ৪৭
বন্যা ॥ ৪৮

প্রভু

আছে যত মনের কথা
প্রভুর কাছে বলি
বিপদ-আপদ যা আছে তা
সবই যাবে চলি।

প্রভু তুমি ক্ষমা করো
ত্রুটি আছে যত
পৃথিবীটা শান্ত করে
দাও না আগের মতো।

করলে সৃজন এই পৃথিবী
মানুষ সেরা সৃষ্টি
আকাশ থেকে পাঠাও তুমি
নেয়ামতের বৃষ্টি।

শক্তি মোদের দাও গো প্রভু
সরল পথে চলতে
জীবনটাকে বাজি রেখে
তোমার কথা বলতে।

সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশে
শান্তি আবার আনো
এই ধরাতে যা ঘটে তা
সবই তুমি জানো।

নবীর শানে

দয়ার সাগর বিশ্বনবী
যাঁর তুলনা নাই
ভালোবাসি হৃদয় থেকে
শান্তি খুঁজে পাই।

সৃষ্টিকুলের সেরা নবী
নেই তুলনা যার
এই ধরাতে আসবে না যে
এমন নবী আর।

মোহাম্মদের নাম মোবারক
রবের পাশে রয়
নবীর শানে আরশ এবং
জগৎ আলোকময়।

আমার বুকে আমার চোখে
ভাসে একটি ছবি
নুরের নবী প্রেমের ছবি
জীবন্ত এক কবি।

আঁধার ধরায় আলো নিয়ে
এলেন হেরা থেকে
ছুটল সবাই সঠিক পথে
সেই আলোটা দেখে।

না দেখে গো তোমায় নবী
বাসলাম অনেক ভালো
তোমার পথে সদাই দেখি
জীবনভরা আলো।

নবীর প্রেমিক আমরা সবাই
দুরুদ পড়ি সবে
মাখলুকাতের সবাই পড়ে
পড়তে বলেন রবে।

ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ নবী
বন্ধু মহান রবের
শেষ বিচারে যামিন হবেন
উম্মতি যে সবের।

শবে বরাত

প্রতি বছর আসে ধরায়
বরকতেরই রাত
পাপ মোচনে খোদার কাছে
তুলি দুটি হাত।

তাসবি জপি খোদার নামে
দুরুদ পড়ি সবে
ডাকার মতো ডাকলে খোদা
খুশি হবেন তবে।

কুরআন পড়ো নামাজ পড়ো
বেশি সময় ধরে
থাকুক তোমার যতই গোনাহ
সবই যাবে ঝরে।

পড়লে নামায তাহাজ্জুদের
আল্লাহ বাসেন ভালো
চাইলে পাপির জন্য মাফি
দেখান ঠিকই আলো।

ইয়া খালিকু ইয়া মালিকু
সঠিক রাস্তা চাই
নামটি তোমার জপলে পরে
পথের দিশা পাই।

ঈদ

ছোট্টবেলা দলে-দলে বাড়ি বাড়ি যেতাম
মনের সুখে ঈদানন্দে পান্তা-সেমাই খেতাম।
এখন ঈদে আগের মতো পাই না খুঁজে মজা
তখন সবার মনটা ছিল সরল এবং সোজা।

নামায শেষে বাড়ি ফিরে মাকে করি সেলাম
মা আমাকে বুকে নিলেন, শান্তি খুঁজে।
মায়ের হাতের পিঠাপুলি উদর ভরে খেয়ে
বন্ধু সবাই মেতে উঠি গজল গেয়ে গেয়ে।

জামাত শেষে কোলাকুলি হাতটা হাতে রাখি
হৃদবন্ধন চির অম্লান হৃদয়-মাঝে মাখি।
থাকব সবাই মিলেমিশে হিংসে-বিবাদ ভুলে
এই বন্ধন সবার মাঝে থাকুক ফুলে-ফুলে।

ঈদ এসেছে সবার মাঝে শান্তি ও সুখ নিয়ে
তাই তো সবাই দুঃখ ভুলে সুখটা যাব দিয়ে।
ভালোবাসা দিয়ে যদি করতে পারো জয়
মনের মাঝে থাকবে না আর কষ্ট এবং ভয়।

এতিম শিশুর পাশে গিয়ে সবাই দাঁড়াই যদি
দেখবে তাদের মুখে হাসি থাকবে নিরবধি।
তাদের যদি ভালোবাসি, ভালো কাপড় পরাই
ভাগ করে নিই ভালোবাসা, হৃদয়-মাঝে জড়াই।

আমি জানি আমার কত ভুল যে আছে খাতায়
প্রভু তুমি ক্ষমা করো, যা লিখেছ পাতায়।
এমন করে রাখো যেন, থাকি সদা ভালো
অন্ধকার এই সমাজটাতে ফুটাই যেন আলো।

গাঁয়ের ছবি

বৃক্ষলতা হাওর-বিলে
গ্রামটি আমার ঘেরা
বিশাল মাঠে সবুজ ঘাসে
রূপে বিশ্ব সেরা।

বিলের বুকে শাপলা ফোটে
হাওর জুড়ে পাখি
নদীর বুকে নৌকা দেখে
যায় জুড়িয়ে আঁখি।

মাঠে-মাঠে সোনার ফসল
মুখে মধুর হাসি
মাঝির ছেলে পাল তুলেছে
রাখাল বাজায় বাঁশি।

এমনি কতক চিত্রশালা
ভেসে উঠে চোখে
ইট পাথুরে শহর-জীবন
কষ্ট বাড়ায় বুকে।

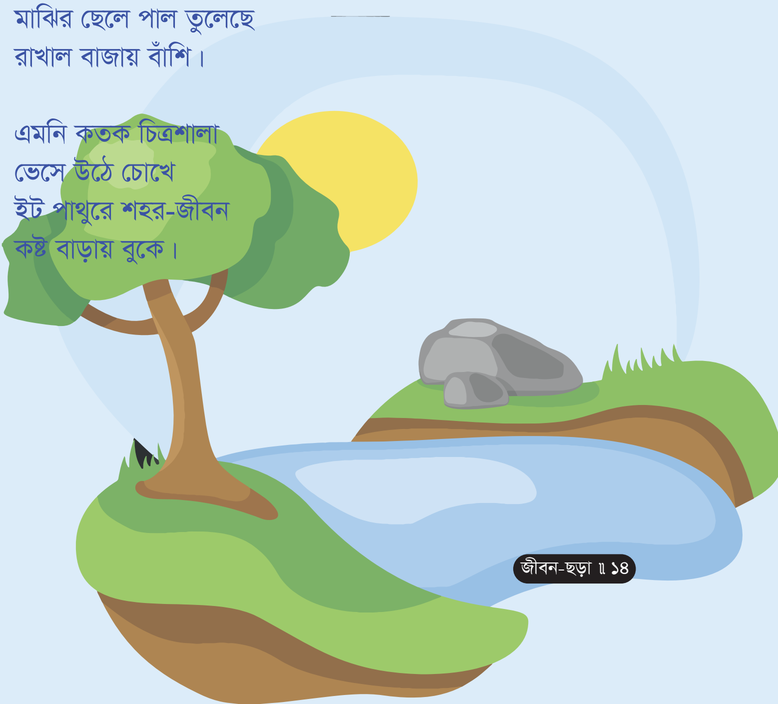

গড়ব নতুন দেশ

মনের ভেতর থাকে যদি
শক্তি-সাহস, জয়
রুখতে পারে কে তোমারে
কে দেখাবে ভয়?

আমরা তরুণ লড়াই করি
বীর সেজেছি বীর
বিজয়টাকে ছিনিয়ে নিতে
তাক করেছি তীর।

নতুন করে দেশটা আবার
চাই সাজাতে চাই
আমরা তরুণ এক হয়েছি
ভয়-বাধা আর নাই।

শপথ করি সবাই মিলে
গড়ব নতুন দেশ
সবাই পাবে নতুন করে
নতুন পরিবেশ।

বই

বইয়ের পাতায় কত কথা
কান্না-হাসির গল্প
বইয়ের পাতায় সত্য বেশি
মিথ্যে থাকে অল্প।

বাস্তবতার ছবি আঁকা
হয় লেখকের ধর্ম
নিরসটাকে সরস করা
লেখকদেরই কর্ম।

বইয়ের পাতায় জীবন-কথা
গল্প বলার ঢঙে
বইয়ের পাতায় হয় পরিচয়
নানা লোকের সঙ্গে।

জানতে হলে পড়তে হবে
পড়ার তো নেই অন্ত
পড়লে তুমি ঋদ্ধ হবে
খুলবে তোমার মন তো।

শান্তি

শান্তি হলো মনের তুষ্ট
কষ্ট ভুলে থাকা
অভাব নামের দুঃখ বাক্সে
ঢাকনা গুঁজে রাখা।

অসৎ পথে পা বাড়ালে
শান্তি নষ্ট হয়
সত্য পথে সুখের ছোঁয়া
দিন শেষে হয় জয়।

কোটি টাকার মালিক হয়েও
অশান্তিতে পোড়ে
দিন-মজুরের ঘরেও কিন্তু
শান্তি মিলে খোঁড়ে।

জীবনবাগে তুমি যদি
শান্তি পেতে চাও
যা আছে তা নিয়েই তুমি
শোকর করে যাও।

সাগর

সাগরের বুক জুড়ে
শুধু জলরাশি
কূলজুড়ে কত ঢেউ
নেই কেনো হাসি।

রাগ তার ফণা হয়ে
শুধু ফুঁসে ওঠে
ঝড় এলে নাবিকের
মহাবিপদ ঘটে।

সাগরের নোনাজলে
কত জল-প্রাণী
নীল তিমি হাঙরে
হয় প্রাণহানি।

সাগরেতে মিশে যায়
যত নদ-নদী
কেঁদে কেঁদে একাকার
ভাটা হয় যদি।

সাগরের কাজ হলো
দেওয়া আর পাওয়া
জেলে ভাই কেঁপে ওঠে
বয়ে গেলে হাওয়া।

ময়না পাখি

ময়না পাখি কয় না কথা
কেবলই সে রাগে–
যাইনি কেন বাসায় আমি
সন্ধ্যা নামার আগে।

বলি কত হাসির কথা
একটু যদি হাসে
জানি আমি ময়না পাখি
আমায় ভালোবাসে।

রাগ হলো তার নিত্যসাথি
অল্প কিছু হলে
চলে যাবে রাগ করে সে
আমায় তখন বলে।

যখন আমি হাত দুটি তার
বুকের উপর রাখি
সব অভিমান ভুলে সে যে
ভেজায় জলে আঁখি।

হাসি ফোটে বাঁকা ঠোঁটে
লজ্জাতে মুখ গোঁজে
আমার বুকে মাথা রেখে
সুখের রাজ্য খোঁজে।

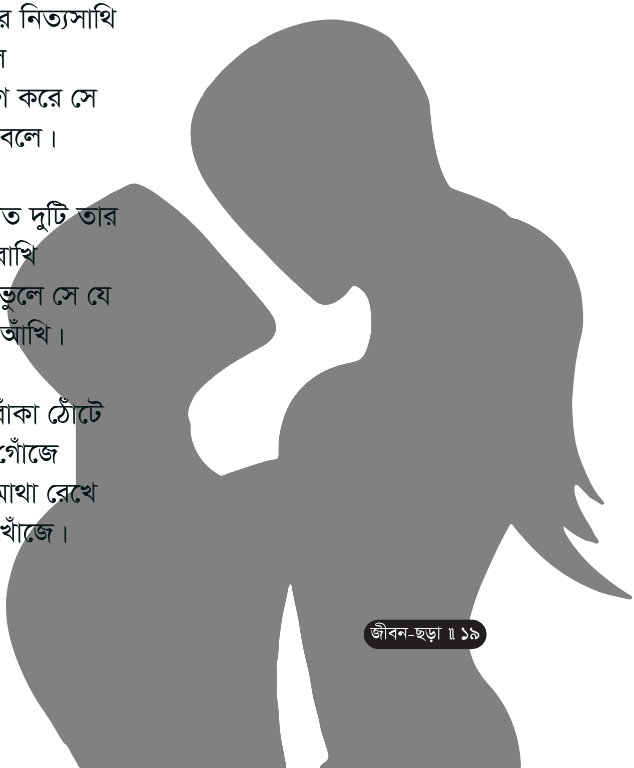

নিটোল নিটোল চোখ

ময়না পাখি কয় না কথা
দেখায় শুধু লোভ
মনের মাঝে তা নিয়ে যে
ফুঁসে ওঠে ক্ষোভ।

গঠনে তার অঙ্গ সেরা
নিটোল নিটোল চোখ
মনের আরশি ধারণ করে
শুধু তাহার মুখ।

শুষ্ক হাসি বাঁকা ঠোঁটে
চোখ জুড়ে তার লাজ
উদাস থাকি দিনেরাতে
রেখে সকল কাজ।

পাই না ভেবে কেমন করে–
বুঝাই তাকে সব
তাকে ছাড়া বেঁচে থাকা
নয় মোটে সম্ভব।

বলতে কত চেষ্টা করি–
পছন্দ কে তার?
ময়না পাখি যায় না যেন
আমায় ছেড়ে আর।

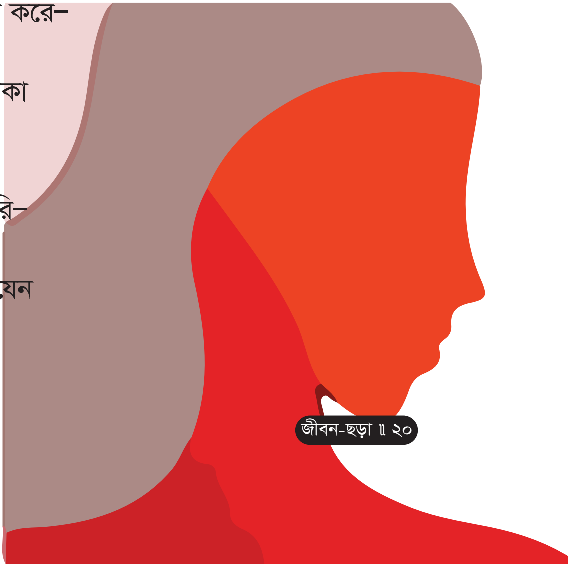

করোনা ভাইরাস

বিশ্বজুড়ে ঝড় ওঠেছে
ঝড় উঠেছে মনে
মহামারীর ভয়ে সবাই
কাঁপছে প্রতিক্ষণে।

মাঝে-মাঝে ভয় যে লাগে
রোগের খবর শোনে
মরছে লাখো-কোটি মানুষ
রাখব ক'জন গোনে?

বিশ্বজুড়ে মহামারী
আসলে কেন ভাই?
লক্ষ পাপে ডুবে আছি
আমরা যে সবাই।

মুসলিম-হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ
আমরা সবাই জানি
লোক সমাগম ঘটলে পরে
ছড়ায় যে তা মানি।

নিয়ম যদি মেনে চলি
সুস্থ সবাই রবে
প্রাণের প্রিয় দেশটা আমার
ভাইরাস মুক্ত হবে।

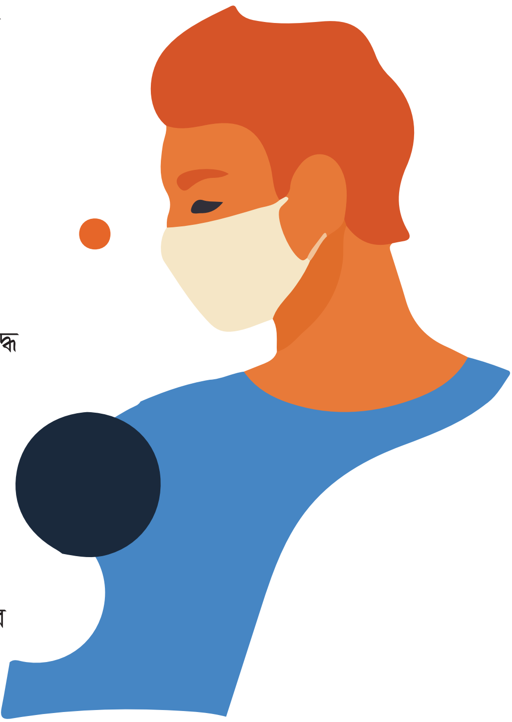

করোনা ঈদ দু হাজার বিশ

আমার মনে নেই তো এখন
ঈদের কোনো ছোঁয়া
বিশ্ববাসির কল্যাণে যে
করছি শুধু দোয়া।

দেশের মানুষ বাঁচে যদি
বাঁচব আমি নিজে
সবাই এখন দিশেহারা
মনটা আছে ভিজে।

যত আছে স্কুল-কলেজ
সবই এখন বন্দ
কাজ ছাড়া যে সবাই এখন
হয়ে গেছে অন্ধ।

ঘরে থাকি, ভালো থাকি
সুস্থ থাকি সবাই
এখন থেকে সবাই করি
মনের পশু জবাই।

শপিং-টপিং যত আছে
সবই দিলাম বাদ
সুন্দর জামা, ঈদের খুশি
সব মনে বিস্বাদ।

মহামারী করোনা যে
করতে হবে জয়
মনটা থেকে ছাড়তে হবে
যত আছে ভয়।

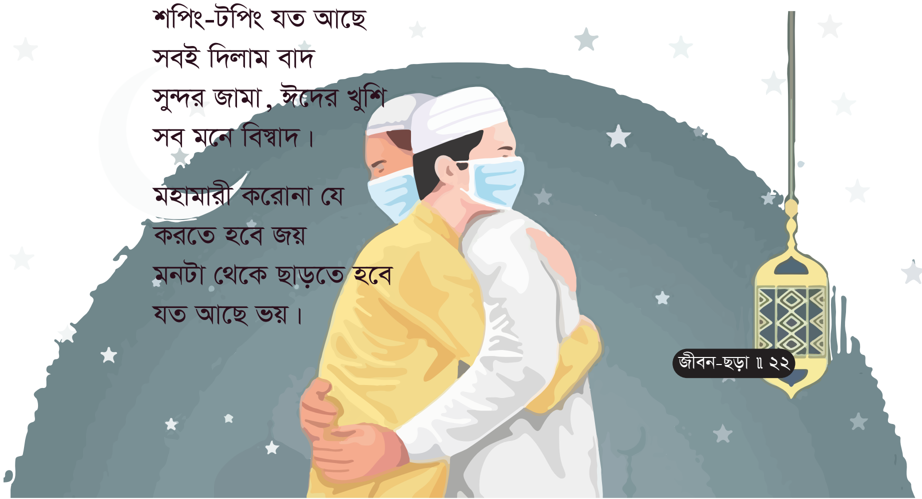

শিরোনামহীন

শিখব আমি ভালো করে যত আছে পড়া
আল্লার নামে শুরু করি দিয়ে একটা ছড়া।

অল্প টাকায় কিনেছিলাম আমি একটা বই
লেখক সেটায় ঘষে দিলেন সুন্দর একটা সই।

সইয়ের মধ্যে লেখা ছিল 'হবে তুমি বড়'
মা জননী বললেন আমায়–পড়ো আরো পড়ো।

পড়ালেখা করছি আমি বড় হবার আশায়
সুন্দর সমাজ গড়ব আমি–প্রকাশ করি ভাষায়।

বাংলা আমার মাতৃভাষা, খোদার সেরা দান
নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে রাখব ভাষার মান।

মানটা আমার অনেক বড়, রাখব সেটা ধরে
হিংসা-বিদ্বেষ মনটা থেকে যাবে পুরো ঝরে।

ঝরে যাবে এই পৃথিবী থাকবে না আর চক্র
নামায-কালাম পড়ি সবাই থাকতে চাই না বক্র।

বক্রতাকে ফেলব ঝেড়ে কুরআন পড়ে শুদ্ধ
শয়তানটাকে মারতে করো নফসের সাথে যুদ্ধ।

যুদ্ধ করে একাত্তরে স্বাধীন হলো দেশটা
দেশটা স্বাধীন রাখতে সবাই করতে হবে চেষ্টা।

চেষ্টা করি মানেপ্রাণে সোনার বাংলা গড়তে
শিখে গেছি দেশ রক্ষায় শত্রুর সাথে লড়তে।

লড়তে গিয়ে দেশের জন্য জীবন দিল যারা
শেষ বিচারে প্রভুর কাছে মুক্তি পাবে তাঁরা।

মুক্তি যদি পেতে চাও শেষ বিচারের দিনটাতে
ভালো কাজটি করে যাবে নবী রাখবে দিলটাতে।

দিলটা তোমার সতেজ করো তসবি জপো মনে
কুল-মাখলুকাত সৃষ্টি যাহা প্রেম তোমারই সনে।

সৃষ্টির সাথে প্রেম করিতে বড্ড আমার ইচ্ছা
প্রেম-প্রীতি সব তোমার সনে, লেখছি শত কিচ্ছা।

কিচ্ছা দিয়ে লেখা আছে বড় বড় কিতাব বই
জ্ঞান বাড়ানোর জন্যে আমি অনেক বড় কিতাব লই।

কুরআন হলো শ্রেষ্ঠ কিতাব সৃষ্টিকর্তার বাণী
সঠিক পথের দিশা পেতে আমরা কুরআন মানি।

সবাই মিলে শপথ করি পড়ব কুরআন সবে
নবীর পথে হাঁটলে সবাই মুক্তি পাব তবে।

মুক্তি পাবার আশায় সবাই কুরআন-হাদিস পড়ি
সরল-সঠিক পথ তো এটাই, সবাই সেটা ধরি।

আমরা যদি পারি সবাই সঠিক কাজটি করতে
ফেরেস্তারা তৈরি আছেন নেকির পাল্লা ভরতে।

কীন ব্রীজ

হাজার হাজার মানুষ যারা
তোমার পথে চলে
তোমায় নিয়ে কত্ত স্মৃতি
কত্ত কথা বলে।

সুরমা নদীর উপর দিয়ে
গাড়ি-ঘোড়া আসে
কীন ব্রীজের কত্ত সুনাম
হৃদয়মাঝে ভাসে।

কীন ব্রীজের পাশে আছে
আলী আমজাদ ঘড়ি
ঘণ্টা হলে ডাকে ঠিকঠিক
কত্ত স্বনাম ওরই !

সার্কিট হাউজ প্রকৃতি রূপ
দেখে লাগে ভালো
কীন ব্রীজের উপর থেকে
দেখি তো সব আলো।

ইতিহাসের অংশ এটা
দেখে ভালো লাগে
সকাল-বিকেল তাকে দেখে
ভালোবাসা জাগে।

ঘুষ

চলছে ঘুষের ব্যবসা বিরাট
ঘুষ যেন আজ পণ্য
যোগ্য তবু চাকরি তো নেই
কেবল টাকার জন্য।

ঘুষের টাকা এখন বুঝি
সবকিছুতে লাগে
ঘুষ ছাড়া আজ কোথাও দেখি
কাজ জুটে না বাগে।

ঘুষের বোঝা পাপের বোঝা
আমরা সবাই জানি
ঘুষ তো মোটে নয় ভালো কাজ
মনের মাঝে আনি।

লেখাপড়ার মূল্য থেকে
টাকার মূল্য বড়
ঘুষের টাকা দিয়ে তুমি
সুন্দর বাড়ি গড়ো।

ভালো হতে পারো তুমি
দেখতে পারো আলো
নিজের থেকে দূর করে দাও
ঘুষের মতো কালো।

সুদ

সুদের টাকা হারাম জানি
জানি এটা পাপ
সুদের টাকায় গড়লে বাড়ি
মিলবে অভিশাপ।

সুদের সাথে জড়িতদের
নেই তো বিবেক, লাজ
পাপের বোঝা মাথার উপর
আর কপালে ভাঁজ।

সুদের টাকায় সবকিছু তো
হারাম হয়ে যায়
আখেরাতে সেটা লোকের
পূণ্য গিলে খায়।

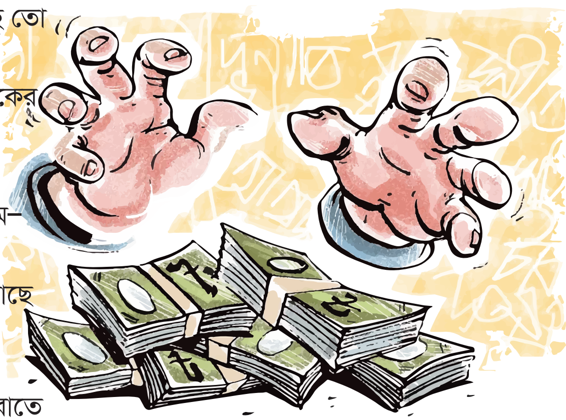

ছোট্টবেলা শিখেছিলাম–
সুদ যে বড় পাপ
সুদের কথা নিষেধ আছে
আল কুরআনে সাফ।

সুদ খেলে তো আখেরাতে
যায় না পাওয়া পার
আয় করি আয় পণ সকলে–
সুদ খাব না আর।

নারী নির্যাতন

নারী-সমাজ মায়ের জাতি
আসন তাদের উঁচু
কিন্তু কিছু বখাটে চায়
করতে তাদের নীচু।

এই সমাজের চতুর্দিকে
হচ্ছে নারীর হেলা
নারী তো নয় অবহেলার—
করবে তুমি খেলা।

শিশু-কিশোর আজকে দেখি
নির্যাতনের শিকার
যৌতুকেরই দায়ে বধূ
হারায় অধিকার।

নারী যেন পাপের বোঝা
মাথায় নিয়ে হাঁটেন
পুরুষবাদি এই সমাজে
কীভাবে যে খাটেন।

নারী নিয়ে ব্যবসা কেন
নারী হলো মা
যেখান থেকে তুমি এলে
দিলেন তিনি তা।

এখন থেকে শপথ করি—
শ্রদ্ধা করি মা-কে
ছোট থেকে বড় হলাম
কাছে পেয়ে যাঁকে।

বিজয়

বাঙালিরা বীরের জাতি
সাহস তাদের বুকে
লক্ষ্যপানে ছুটে চলে
বারুদ যেন মুখে।

পাকবাহিনীর বোলেট-বোমা
পায়নি তো কেউ ভয়
দামাল ছেলে জীবন দিয়ে
আনল দেশে জয়।

দামাল ছেলে বিজয় নিয়ে
যখন ঘরে আসে
মুচকি হেসে মা-জননী
আনন্দেতে ভাসে।

বিজয়-দিনে ছোট্ট শিশু
আনন্দ খুব করে
লাল-সবুজের পতাকাটা
ছাদের উপর ওড়ে।

ছোট্ট শিশু ইশকুলে যায়
পতাকা তার হাতে
'আমার সোনার বাংলা' লেখা
আছে পতাকাতে।

আমরা সবাই শপথ নেব
দেশের জন্য লড়ব
দেশটা আমার সবার আগে
সুন্দর করে গড়ব।

বিজয় বিজয় বাংলার বিজয়
স্বরণ করি তাদের
একাত্তরে হারিয়েছি
সোনার ছেলে যাঁদের।

২

বিজয় মানে যুদ্ধ করে
দেশটা স্বাধীন করা
বিজয় মানে লাল-সবুজের
বিজয় নিশান ওড়া।

বিজয় মানে মাতৃভাষা
সকল ভাষার সেরা
বিজয় মানে উর্দু ছেড়ে
বাংলা ভাষায় ফেরা।

বিজয় মানে লাল-সবুজের
বিজয়ী গান গাওয়া
বিজয় মানে বীর শহিদের
রক্তে এ দেশ পাওয়া।

৩

আমার বুকের চতুর্পাশে
লাল-সবুজে ঘেরা
আমার কাছে বিজয়-ধ্বনি
সবার চেয়ে সেরা।

এমন বিজয় এ জমিতে
আর না খুঁজে পেলাম
দামাল ছেলের লাল-সবুজে
অনেক অনেক সেলাম।

আলোর প্রদীপ

শিক্ষক আমায় শিখিয়েছেন
সঠিক পথে চলা
সকল সময় সবার সাথে
সত্য কথা বলা।

শিক্ষকেরা জ্বালান আলো
এই সমাজের মাঝে
তাঁরাই হলেন জ্ঞানের রাজা
কথায় এবং কাজে।

শিক্ষক হলেন সরল পথের
সত্য-নির্ভীক যাত্রী
সদা চলি তাদের পথে
আমরা ছাত্র-ছাত্রী।

মায়ের কাছে শিশুর শিক্ষা
জন্ম থেকেই শুরু
মায়ের পরে শিক্ষকই তো
জ্ঞানজগতের গুরু।

ধ্যানে থাকেন দিন ও রাতে
শিক্ষা দিতে রত
দেখলে তাঁদের হয় যে আমার
সম্মানে শীর নত।

আলো ছড়াতে ফুল ফুটাতে
জ্ঞান ছড়ানোর চাষে
সফলতার সব কাজেতে
তাঁরাই থাকেন পাশে।

শিক্ষকেরা আমার-তোমার
দূর করে দেন কালো
শিক্ষক হলেন এই সমাজের
সঠিক পথের আলো।

কলম

আমার কলম দ্যুতি ছড়ায়
শান্তি আনে মনে
কলম দিয়ে লিখে যেন
ফুটাই আলো বনে।

অস্ত্র ছেড়ে কলম ধরি
ভালো পথে হাঁটি
অশান্তকে শান্ত করে
একটা ছোট কাঠি।

ইশকুল-কলেজ মাদ্রাসাতে
আমরা যা যা পড়ি
কলম দিয়ে লিখলে সেসব
পরীক্ষায় পাশ করি।

কলম দ্বারা যুদ্ধ করি
শান্তি-পথে সবে
কলম যদি সঠিক থাকে
আসবে আলো তবে।

হাজার হাজার কবিতা হয়
কলম দিয়েই লেখা
কলম দিয়ে যায় প্রতিদিন
কত্তকিছু শেখা।

এই কলমে লেখা আছে
আল কুরআনের আলো
এই কলমের ভাষা হলো–
থাকবে সবাই ভালো।

ছড়া

দেশ-সমাজের চিত্রটা আজ
ফুটে উঠে ছড়ায়
ছড়া এখন রাজার মতো
বেড়াচ্ছে এই ধরায়।

ছড়া পড়ি ছড়া লিখি
জীবন গড়ি ছড়ায়
দুঃখ পেলে ছড়াই আমায়
তার আদরে জড়ায়।

ছড়াই আমায় নতুন করে
স্বপ্ন অনেক দেখায়
ছড়াই আমায় আলো দিয়ে
নতুন কিছু শেখায়।

সবার আগে ছড়া আমার
হৃদয়মাঝে জড়ায়
তাই ছড়াকে ভালোবাসি
ছড়াই তো মন ভরায়।

ভাবনা

চোখ খুললেই তোমায় দেখি
চোখ বুজলেই তুমি
কাছে এলেই তোমায় দেখি
দূরে গেলেও তুমি।

তুমি আমার ছায়ায় এবং
মায়াতেও তুমি
আনন্দেতে তুমি আমার
ব্যথাতেও তুমি।

বাসনাতেই তুমি আমার
যাতনায়ও তুমি
স্বপ্নতেও তুমি থাকো
স্মরণেও তুমি।

দুনিয়াতেই তুমি আমার
পরকালেও তুমি
পাপেতেই তুমি আমার
পূণ্যতেও তুমি।

ভাবনাতেই তুমি আমার
হৃদয়েতেও তুমি
এই ভবেতে যত আছে
সবই আমি-তুমি।

ভালো লাগে

ভালো লাগে পড়তে আমার
ভালো লাগে শিখতে
ভালো লাগে কলম দিয়ে
খাতায় কিছু লিখতে।

ভালো লাগে সকাল-বিকেল
পড়ালেখায় বসতে
ভালো লাগে অঙ্কটা যে
খাতার মাঝে কষতে।

ভালো লাগে বিকেলবেলা
মাঠে গিয়ে খেলতে
ভালো লাগে বন্ধু নিয়ে
পুকুরে জাল ফেলতে।

ভালো লাগে সকালবেলা
ইশকুলে রোজ যাইতে
ভালো লাগে দেশেরই গান
গুনগুনিয়ে গাইতে।

ভালো লাগে জীবনটাকে
ভালোভাবে গড়তে
ভালো লাগে সব ভালো কাজ
নিয়মমাফিক করতে।

ভালো লাগে 'ভালোবাসি'
মধুর বাণী শুনতে
ভালো লাগে দেশের মায়া
হৃদয়মাঝে বুনতে।

বটবৃক্ষ পিতা

পৃথিবীতে যত মায়া
বাবার কাছে পাই
বিপদ-আপদ এলেই তো পাই
পিতার কাছে ঠাঁই।

ছেলেবেলা ইশকুলে রোজ
বাবাই নিয়ে যায়
বিকেলবেলা কাজের শেষে
আবার নিয়ে আয়।

সারাটাদিন কাজের মাঝে
অন্তরে সুখ পায়
চিন্তা হাজার মাথায় রেখে
দিনগুলো তাঁর যায়।

কষ্ট দিলেম কত; ক্ষমা
চাওয়ার ভাষা নাই
তোমার মতো আমিও তো
বাবা হতে চাই।

বাবার হায়াত দাও বাড়িয়ে–
প্রভূর কাছে চাই
বাবার মতো এত আপন
পৃথিবীতে নাই।

সুরমা নদী

সুরমা নদীর দুকূল ঘেঁষে
সবুজঘেরা গাঁও
ঘাটে-ঘাটে বাঁধা আছে
ছোট্ট ডিঙি নাও।

সকাল-বিকেল গাঁয়ের বধূ
কোমর বাঁকা করে
কলসি কাঁধে নদীর ঘাটে
মাটির কলস ভরে।

রাখাল তখন অদূর বসে
তুলে বাঁশির সুর
কৃষাণ-মেয়ের বক্ষবেদে
যায় হারিয়ে দূর।

দুপাশ ঘেরা ফসলি-মাঠ
কৃষাণ রাঙা মুখ
নদীর স্রোতে ভেসে ওঠে
রঙিন রঙিন সুখ।

সুরমা নদীর পাড়ে বসে
ভাবি সারাবেলা
এপার ভেঙে ওপার গড়া
এই তো নদীর খেলা।

বড় আপু

বোনের মতো আদর-সোহাগ
আর কে দেবে ভাই?
মায়ের পরে বোনের সেবা
করতে আমি যাই।

বড় বোনের ভালোবাসা
আমরা সবাই চাই
বড় আপু বুকে নিলে
শান্তি খুঁজে পাই।

বড় বোনের ভালোবাসা
পাহাড়-সমান হয়
বোনের ভালোবাসা যেন
আমার সাথে রয়।

কষ্ট তাঁকে দিতাম যত
নেই যে মনে তাঁর
এমন আপু পৃথিবীতে
পাই না খুঁজে আর।

আমার কাছে ভীষণ প্রিয়
আমার বোনের মুখ
খোদার কাছে এই কামনা–
দাও আপুকে সুখ।

ছোট্ট ছেলে

পরিবারের মধ্যমণি
ছোট্ট ছেলে বলে
সকাল থেকে সন্ধ্যা শুধু
দুষ্টুমিটাই চলে।

খেলনা কিনে দেয়ার জন্য
বায়না দিনে-রাতে
খেলনা কিনে ছোট্ট সোনার
দিই যে তুলে হাতে।

একটুখানি বকা দিলেই
নালিশ করে মাকে
সালিশ বসে রাতের বেলা
মা আমাকে ডাকে।

থাকলে পাশে ছোট্ট শুধু
করে আমায় তাড়া
দূরে গেলে আমার খুঁজে
ঘুরে পুরো পাড়া।

দুষ্ট-মিষ্টি ভালোবাসায়
এমনি কাটে বেলা
ছোট্ট ভাইটি পরিবারের
আনন্দেরই মেলা।

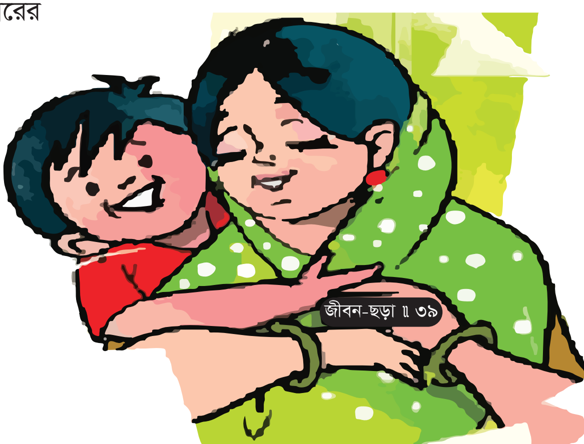

খোকার ঈদের জামা

ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
সময় কি আর কাটে!
খোকা যাবে বাবার সাথে
কিনতে জামা হাটে।

বাবার কাছে ছোট্ট খোকা
করে বসে দাবি
কিনব বুয়ার ছেলের জন্য
পাজামা-পাঞ্জাবি।

বাবা বলেন—শুনো বাবা
দাম তো জামার চড়া
খোকা বলে—তাদের দিলে
খুশি তো হয় ওরা।

ঈদের দিনে ভুলে যাবে
মনের যত ব্যথা
আমি যদি না বুঝি তো
বুঝবে বাবা কে তা?

খানিক ভেবে বলেন বাবা
বলছ তুমি ঠিকই

প্রিয়া শুনো বলছি তোমায়

প্রিয়া শুনো বলছি তোমায়
তুমি অনেক ভালো
থাকলে তুমি আমার পাশে
মনে আসে আলো।

প্রিয়া শুনো বলছি তোমায়
ভয় পেও না মোটে
দেখলে তোমায় আমার বুকে
প্রেম যে জেগে ওঠে।

প্রিয়া শুনো বলছি তোমায়
আমার পাশে রবে
ভালোবেসে আমায় তুমি
বউ কি আমার হবে ?

প্রিয়া শুনো বলছি তোমায়
সাহস আছে কত?
পাহাড় থেকে নামতে হবে
হোক না যত ক্ষত।

প্রিয়া শুনো, তুমি আমায়
ভালোবাসো না কি ?
তোমায় দেবো চন্দ্র-তারা
যা যা আছে ব্যাকি।

প্রিয়া শুনো বলছি তোমায়
অনেক ভালোবাসি
তোমার প্রেমে কাটব সাঁতার
হয় যদিও ফাঁসি।

প্রিয়া শুনো বলছি তোমায়
সাহস রাখো বুকে
তোমার আমার ভালোবাসা
থাকবে চির সুখে।

প্রিয়া শুনো বলছি তোমায়
কী মত তোমার বলো?
থাকলে রাজি আজই দু'জন
এক হয়ে যাই চলো।

প্রিয়া তখন বলল আমায়
তোমার পাশে আছি
রাখব তোমায় হৃদয়মাঝে
আর যতদিন বাঁচি।

কালো টাকার পিছু

ছুটছে মানুষ শিকল ছিঁড়ে
কালো টাকার পিছু
ভালো-খারাপ তাদের কাছে
নেই তো বিচার কিছু।

ভেলকিবাজি করে তারা
নিচ্ছে টাকা কেড়ে
দিনেদিনে যাচ্ছে তাদের
টাকার পাহাড় বেড়ে।

তাদের কাছে নেই তো ফারাক
সত্য ও মিথ্যাতে
সত্যবাদী যায় হাঁপিয়ে
লাগলে তাদের সাথে।

খুন-খারাবি তারাই করে–
নয়তো কথা মিছে
জগতটা তাই যাচ্ছে ডুবে
পাপ-সাগরের নিচে।

সঠিক পথে

সত্য কথা বলবে তুমি
সঠিক পথে চলবে
সত্য পথই আলো ছড়ায়
সবার কাছে বলবে।

অসৎ হলে অন্ধকারে
থাকবে তুমি পড়ে
তোমার দামি জীবন যাবে
পাতার মতো ঝরে।

সত্য পথে সঠিক পথে
আমরা সবাই চলি
ভালো পথের ভালো কথা
সবার কাছে বলি।

সত্য কথা বললে পরে
শান্তি পাবে মনে
দেখবে তখন প্রেমটা তোমার
হবে খোদার সনে।

সত্য পথে থাকাটা আজ
ভীষণ কঠিন কাজ
সত্য কথা বলার সাহস
ক'জন করে আজ?

কবিতা

সকাল-বিকেল কাটে আমার
কাব্য-ছড়া শিখে
পার করি রাত কলম-হাতে
ছড়াটড়া লিখে।

বেশি বেশি পড়ি এবং
অল্প অল্প লিখি
কবির কাছে গিয়ে আমি
কবিতাটা শিখি।

আমার বন্ধু আমায় বলে
জীবন তুমি কবি
তোমার ছড়া পড়লে দেখি
সমাজ-চিত্র সবই।

চতুর্দিকে কবিতা আর
গাই যে দেশের গান
লাল-সবুজের পতাকাটার
রাখব ধরে মান।

মানুষ-অমানুষ

মহান স্রষ্টা বসুন্ধরায়
মানব সৃষ্টি করে
ধর্ম পালন যে করে ভাই
সেই তো জীবন গড়ে।

সৃষ্টির মাঝে মানুষ গড়েন
করে সৃষ্টির সেরা
বুদ্ধি-বিবেক সুঠাম অঙ্গে
শরীরবৃত্তে ঘেরা।

তবু মানুষ হিংসে করে
হিংস্র হয়ে যায়
সকল খারাপ কাজে তখন
তাকেই পাওয়া যায়।

স্বার্থে আঘাত পড়লে যে তার
পশুত্ব রূপ ধরে
পশুর মতো কাজ করে সে
মানব-মুখোশ পরে।

ভালো গুণ আর ভালো কর্ম
না থাকলে ভাই তবে
আখেরাতে তোমার জীবন
খুব ভয়ানক হবে।

আমিই মহাপাপি

সময়মতো পড়ব নামায
মসজিদেতে গিয়ে
আমার জীবন গড়ব আমি
সব ভালো কাজ দিয়ে।

বিধির বিধান পালন করি
মনেপ্রাণে সবে
মনের মাঝে শান্তি পাব
মানলে বিধান তবে।

আমার জীবন গঠন করার
এই তো সঠিক দিন
রবের হুকুম মেনে করি
জীবনকে রঙিন।

ধনী-গরিব সৃষ্টি তো তাঁর
নেই যে ভেদাভেদ
চাও সমাজে জ্বলুক আলো?
ছাড়তে হবে জেদ।

আমার ভেতর যত আছে
পাপ-কালেমার ঝাঁপি
ক্ষমা করো আমায় প্রভু
আমিই মহাপাপি।

বন্যা

বন্যা হলো দুর্যোগের নাম
হঠাৎ করে আসে
চোখের সামনে ঘরবাড়ি সব
স্রোতের মাঝে ভাসে।

শহর, নগর, গ্রামে-গঞ্জে
বন্দি মানুষ কত
মরছে মানুষ, মরছে সাথে
পশুপ্রাণী শত।

ডানে পানি, বামে পানি
পানি চতুর্দিকে
গরিব-দুখীর মুখের হাসি
তাই হলো আজ ফিকে।

এমন সময় তাদের পাশে
খাবার নিয়ে গেলে
উপরওয়ালা খুশি হয়ে
দেবেন দু'হাত ঢেলে।

আবদুল কাদির জীবন

জন্ম: ৪ ফেব্রুয়ারি
পিতা: মোঃ রফাত উল্লাহ
মাতা: জাহানারা বেগম
স্থায়ী ঠিকানা: বীরগাঁও, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

শিক্ষাগত যোগ্যতা
বি.এ (সম্মান), ইংরেজি, লিডিং ইউনিভার্সিটি
এম. এ. ইংরেজি, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি
কামিল (হাদিস), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক:
দ্য আর্থ অব অটোগ্রাফ (ইংরেজি ম্যাগাজিন)

সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা:
জীবন সদস্য: কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ
সাহিত্য সম্পাদক: সিলেট মোবাইল পাঠাগার
সাংগঠনিক সম্পাদক: সিলেট লেখক পরিষদ কেন্দ্রীয় সংসদ
সাংগঠনিক সম্পাদক: সিলেট সাহিত্য কেন্দ্র
সাধারণ সম্পাদক: হাকালুকি গণ-পাঠাগার, সিলেট
সদস্য: শান্তিগঞ্জ সমিতি সিলেট
সদস্য: সিলেট অনলাইন প্রেসক্লাব
স্টাফ রিপোর্টার: জাতীয় অনলাইন *রেড টাইমস ডটকম*
নির্বাহী সদস্য: শান্তিগঞ্জ প্রেসক্লাব, সুনামগঞ্জ

- প্রভাষক, সিলেট সেন্ট্রাল কলেজ

পুরস্কার ও সম্মাননা:
- সিলেট মোবাইল পাঠাগার
  সিমোপা তরুণ সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩
- সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ
  কেমুসাস তরুণ সাহিত্য পুরস্কার-২০২২
- ***সুবাস পদক-২০২০***
- লিডিং ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রিটিশ কাউন্সিল
  লাইব্রেরি ***বুক রিডিং কম্পিটিশন এওয়ার্ড ২০১৮***
- ছাত্র ও যুবকল্যাণ ফেডারেশন
  অধুমপায়ী স্মার্ট যুব সংবর্ধনা-২০১৯
- কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন
  তরুণ লেখক সংবর্ধনা-২০১৫

- facebook.com/kadirjibon.7
- makjibon2013@gmail.com
- 01791312774

Paprhi Printing Publication
Probaho-22, Main Road, Masudhighirpar,
Taltola, Sylhet, Bangladesh
01711 480 379, paprhibd@gmail.com
www.paprhi.com